দৈনিক সংবাদ 68
তারিখ ৩০।০১।২০০০
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনারে ওয়াহিদউদ্দিন মা

যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে তাদের এক-তৃতীয়াংশ কোন ভাষায়ই মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক ঃ সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ দেশের সাধারণ শিক্ষার মান প্রসঙ্গে তার নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেছেন, ইদানীং যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে তাদের মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগই বাংলা বা ইংরেজি ভাষাতে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তিনি বলেন, বিশ্বায়নের এ যুগে সাধারণ শিক্ষার মান এত নিচে থাকলে বিশেষায়িত শিক্ষার চেষ্টা নিরর্থক।

গতকাল শনিবার নীলক্ষেত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি মিলনায়তনে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উদ্যোগে 'বাংলাদেশের শিক্ষায় বৈষম্য, দুর্নীতি ও অস্থিরতা ঃ একুশ শতকের প্রস্তুতির আলোকে' শীর্ষক সেমিনারে আমন্ত্রিত আলোচক হিসেবে অধ্যাপক মাহমুদ এ কথা বলেন। সমিতির সভাপতি ও বিআইবিএমের মহাপরিচালক মইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে আমন্ত্রিত আলোচক হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আনিসুর রহমান, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও ড. কাজী খলিকুজ্জমান আহমেদ। সেমিনারে ৩টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। বিআইডিএসের উর্ধ্বতন গবেষক ও জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. আতিউর রহমান 'বাংলাদেশের শিক্ষায় বৈষম্য, দুর্নীতি ও অস্থিরতা ঃ এ বিপর্যয় রুখতে চাই সামাজিক প্রতিরোধ', বিআইডিএসের উর্ধ্বতন গবেষক ড. মাহমুদুল আলম '২০২০ সালের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও দুর্নীতি' (প্রবন্ধটি বিআইডিএসের গবেষক মোহাম্মদ এনামুল হকের সঙ্গে যৌথভাবে তৈরি) এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আনু মুহাম্মদ 'বাংলাদেশে শিক্ষার সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি ঃ অন্তর্গত বৈষম্য ও সহিংসতার বিবিধ মাত্রা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সেমিনারে আলোচক ও প্রবন্ধকাররা বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের মূল সমস্যা প্রসঙ্গে অর্থ, লিঙ্গ, আঞ্চলিকতা ও প্রকৃতিভিত্তিক বৈষম্য, শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতিতে সংঘর্ষমূলক ও দুর্নীতিগ্রস্ত জাতীয় রাজনীতির প্রভাব প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেন। বক্তারা বলেন, গত ২৮ বছর কোন নীতি ছাড়াই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা চলেছে। বর্তমানে একটি শিক্ষানীতির খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে; কিন্তু তা এখনও সরকারের অনুমোদন পায়নি। সেমিনারের সভাপতি মইনুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনের বছরে খসড়া শিক্ষানীতি সরকারের অনুমোদন পাবে না, এটা ধরেই নেয়া যায়।

অধ্যাপক ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ বাজার অর্থনীতির মধ্যেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারি বিনিয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ সকল পর্যায়ে উপযুক্ত শিক্ষার ওপর সমান জোর দিয়ে বলেন, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কারণ এ বিনিয়োগের কোন তাৎক্ষণিক ফলাফল নেই। বিশ্বায়নসহ একুশ শতকের প্রস্তুতি নিতে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের ওপর তিনি জোর দেন।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রবন্ধকারদের বিভিন্ন বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, শ্রেণীকক্ষ নয়, জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় অর্থ বিত্ত এ ধরনের বাইরের প্রভাবে। তিন শ্রেণীর শিক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতরা আগামী দিনে নেতৃত্ব দেবে। আর মাদ্রাসায় দেশের গরিবরা শিক্ষা নেয় এবং আরো গরিব হয়। যারা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেন তারা নিজেরাও তাদের ছেলেমেয়েদের মাদ্রাসায় পাঠান না। তিনি বলেন, খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষক ও ছাত্ররা লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি করেন। শিক্ষক বা ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকবে এতে খারাপভাবে দেখার কিছু নেই। ছাত্র রাজনীতি না থাকলে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হতো না। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত লাভের জন্য রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি ক্ষতিকর।

ড. কাজী খলিকুজ্জমান আহমেদ বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস গত কয়েক বছরে অনেক কমে এসেছে; কিন্তু যেসব কারণে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়, তা এখনও রয়ে গেছে। তিনি বলেন, সুতরাং এসব কারণ দূর করতে না পারলে আগামীতে সন্ত্রাস আবার বেড়ে যেতে পারে।

ড. আতিউর রহমান বলেন, দেশের শিক্ষায় দুর্নীতি, বৈষম্য ও অস্থিরতার যে চিত্র তা একদিনে তৈরি হয়নি। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের নানা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কুপ্রভাব। এখানে আছে একদিকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ইন্টারনেট ব্যবহারকারী অভিজন শ্রেণী আর অন্যদিকে নিম্নমান সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত দরিদ্র অভাজন শ্রেণী। এ দু শ্রেণীর যাত্রা দুদিকে। ফলে সমাজ বিভক্ত হচ্ছে। তাপ

সেমিনার ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

সেমিনার ঃ শিক্ষা

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

বাড়ছে রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে। ড. আতিউর বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে তার প্রবন্ধে একাধিক সুপারিশ করেন।

আনু মুহাম্মদ বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে দুর্নীতি, অব্যবস্থা ও বৈষম্যের তথ্য, পরিসংখ্যান ও অভিজ্ঞতার আলোকে এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে বলেন, দেশে শিল্পায়ন নেই। শিল্প প্রতিষ্ঠান গত ২৭ বছরে যে কয়টি হয়েছে তার থেকে বেশি উচ্ছেদ হয়েছে। তিনি বলেন, দোকান, প্লাজা, শপিং কমপ্লেক্স খাতে প্রবৃদ্ধির হার বেশি।

এ ধরনের অর্থনীতিতে আয় উপার্জনের জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার নেই। এ দেশে শিক্ষার হাল হকিকত তুলে ধরে বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৭৭ লাখ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হলে শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌছায় ১ লাখ। বাকি ১ কোটি ৭৬ লাখ বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার প্রক্রিয়া থেকে ছিটকে পড়ে। অন্যদিকে গত ২৭ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে ১শ ৬৫ ভাগ আর দাখিল মাদ্রাসা বেড়েছে ৭শ ৬৭ ভাগ। একইভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বেড়েছে ১শ ৯৭ ভাগ এবং দাখিল মাদ্রাসায় বেড়েছে ১ হাজার ২শ ১৩ ভাগ।